রোবট-সম্পর্কিত

সাগরিকা রায়

সমুদ্রপার হয়ে যে আসে, তার সারা শরীরে সমুদ্রের লোনাগন্ধ লেগে থাকে। লেগে থাকে নীল নীল রক্ত। অনিকেত মেঘ ছুঁয়ে এসেছে। ওর গায়ে বৃষ্টি কণা লেগেছে?

জানি না! তবে, ওকে বড় অচেনা মনে হচ্ছে! মা লজ্জার হাসি হাসছিল। বাবা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে।

বাবাও হাসছিল। চোখের মণিতে। অনির্বাণ বাবা-মায়ের এই রূপ বহুদিন দেখেনি। অথচ "দাদা আমেরিকায় থাকে" - কথাটা বলতে ওর যখন ভীষণ ভালো লাগে, মা-বাবা তখন - 'কী হয় তাতে? মানুষ হয় নাকি ওখানে গেলে? রোবট হয়! মায়া দয়া কিস্যু থাকে না!' অথচ .... একটু আগে দাদা এসে পৌঁছেছে, রাজ্যের জিনিসে ঘর ভরে দিয়েছে প্রায়, এখন লজ্জার হাসি মায়ের! কেন লজ্জা? ভুল বুঝেছিল বলে? দাদা তো মনে করে মায়ের শাড়ি, বাবার ঘড়ি .... সব এনেছে! রোবটের এসব কথা মনে থাকে?

'দেখলে তো?' অনির্বাণ মায়ের কান ঘেঁষে দাঁড়ায় - 'সবাই একরকম নয়। তোমার কী চাই, না চাই সব মনে রেখেছে দাদা! অতো দূরে থেকে কি হুট বলতেই চলে আসতে পারে? বুঝতে হয় এসব।'

'হয়েছে।' মায়ের ধমকেও হাসি। অনির্বাণ অনিকেতের সঙ্গে আলাপ অথবা আড্ডা জমাবার ছুতো খুঁজছিল। ও তখন টানটান হয়ে শুয়েছে পুবের ঘরের তক্তপোশে — 'আয়! কী করছিস এখন? যাবি নাকি আমার সঙ্গে! লাইফ লহ ওখানে! কী করতে পড়ে আছিস?

হাসে অনির্বাণ। প্রতিষ্ঠা পাওয়ার একটা লোভ থাকেই সবার মধ্যে। অনির্বাণেরও কি নেই?

ওর হাসির রঙ দেখে স্বস্তিরশ্বাস নেয় অনিকেত - পড়াশোনাটা শেষ করে আমাকে একটা ই-মেল পাঠাস। নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করবো।'

বাতাসে ডানা মেলতে পারলে বেশ হতো, মনের ভাবটা সম্পূর্ণ বোঝান যেত। সেটা পারলো না। তবু হাসি সামলাবে কী করে? দাদার মাথার কাছে কাঠের চেয়ার। চেয়ারটিতে শরীর ছাড়তে ছাড়তে অনির্বাণ বুঝলো দেবদূত এখন ধরাছোঁওয়ার মধ্যে। মাত্র হাতখানেক তফাতে।

'রেস্ট নাও দাদা। আমি পরে কথা বলবো।' অনির্বাণ উঠছিল।

'পরে? ওঃ। আমি তো থাকছি না। দার্জিলিং যাব দুদিনের জন্য। রেস্ট চাই। মা-বাবা-র গিফটগুলো পছন্দ হয়েছে রে? আমি সময় পাই নি। তাছাড়া ওসব বোরিং ডিউটি ....! আমার বন্ধুই কেনাকাটা করে দিয়েছে। ওরা জানে। ইন্ডিয়ার লোকেরা কী কী পেলে খুশি হবে জানে! দেখছে তো।'

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com